গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের গণশুনানী-এর আলোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ জনাব নায়ার সুলতানা পরিচালক (চঃ দাঃ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
স্থান	ঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	ঃ ১০ই নভেম্বর, ২০১৬, বিকাল ৪.০০ ঘটিকা

আলোচনা ঃ

গণশুনানীর আহ্বায়ক ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক (চঃ দাঃ) মিসেস নায়ার সুলতানা মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

১। আয়ুর্বেদিক সমিতির সহ সভাপতি জনাব সবুর খান বলেন, প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ২ বার পরিদর্শন করা হয়, ১ম বার পরিদর্শণপূর্বক পরিদর্শণ রিপোর্ট দাখিল করার পর উল্লিখিত পরামর্শবলী বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখার জন্য প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় পরিদর্শন করা হয় এবং উক্ত পরিদর্শণ রিপোর্টের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকারী লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি অনেক সময়সাপেক্ষ বলে তিনি মন্তব্য করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় অন্যান্য সদস্যদের সাথে একজন আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকা জরুরী বলে তিনি জানান। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে (যেমন-নেপাল, শ্রীলংকা প্রভৃতি) সরকার আয়ুর্বেদিক শিল্পে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করলেও আমাদের দেশে এর প্রচলন নাই। তাছাড়া আয়ুর্বেদিক শিল্পে ভষ্ম জাতীয় পদসমূহের নিবন্ধন/নবায়ন সংক্রান্ত বিদ্যমান জটিলতা আশু নিরসনের জন্য তিনি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন।

২। মোঃ আশরাফ হোসেন, সহকারী পরিচালক, অত্র অধিদপ্তর আয়ুর্বেদিক সমিতিকে ভষ্ম জাতীয় পদসমূহের বিশুদ্ধকরণসহ সার্বিক প্রস্তুত-প্রনালী অধিদপ্তরে দাখিল করতে বলেন।

৩। মোঃ নুরুল ইসলাম, উপ-পরিচলক, অত্র অধিদপ্তর বলেন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ অনুযায়ী লাইসেন্সিং ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে । আয়ুর্বেদিক ওষুধ রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রচলিত আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারী অনুসরণ করা হয় । উক্ত ফর্মুলারীতে আয়ুর্বেদিক ওষুধের শুধু ফর্মুলা বিদ্যমান, যা অনুসরণপূর্বক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ওষুধের মান-নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তদারকী করে। তিনি বলেন ফর্মুলারীতে অনেক পদের ক্ষেত্রে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতবের ব্যবহার উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ নাই। এক্ষেত্রে পদের অ্যানেক্সার সংশোধন করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৪। অধিদপ্তরের পরিচালক (চঃ দাঃ) ও সভার আহ্বায়ক মিসেস নায়ার সুলতানা বলেন, সাধারণ জনগণের ক্ষতি সাধিত হয় এমন কোন উপাদান ওষুধে ব্যবহার করা যাবে না। ভষ্ম জাতীয় পদসমূহের অনুমোদনের ক্ষেত্রে যদি কোন আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারীতে উল্লিখিত প্রস্তুত-প্রনালী পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণপূর্বক ভষ্ম জাতীয় পদসমূহ উৎপাদন করে সেক্ষেত্রে বিষয়টি নিশ্চিত হবার পর অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

১। আয়ুর্বেদিক সমিতি ভষ্ম জাতীয় পদসমূহের বিশুদ্ধকরণসহ সার্বিক প্রস্তুত-প্রনালী অত্র অধিদপ্তরে দাখিল করবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় পরিচালক (চঃ দাঃ) মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১২/১১/১৬
নায়ার সুলতানা
পরিচালক (চঃ দাঃ)
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

বিতরণঃ ১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মহোদয় এর ব্যক্তিগত সহকারী।
২. আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।